msj CHRONICLE

BRAINWARE UNIVERSITY : DEPARTMENT OF MEDIA SCIENCE & JOURNALISM

Durga Puja Edition

SEPTEMBER 2025

Destination Chandannagar
P4

Durga of Bengal
P3

IN BRIEF

MSJ CHRONICLE

Editorial co-ordinators for this edition of msjchronicle are Sougata Jana & Prapti Biswas . 5th semester students, Department of Media Science & Journalism

WEATHER

KOLKATA , WEST BENGAL

MONDAY , SUNNY
Temparature - 29°C
Precipitation - 70%
Humidity - 88%
Wind - 50-60 km/h

Read msjChronicle ONLINE

আবেগ, অপেক্ষা, আগমনী

শিউলি মন্ডল

‘আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জরী…’

মহালয়ার ভোরে রেডিয়ো-তে মহিষাসুরমর্দিনী বাজা মানেই বাঙালির দুর্গাপুজোর কাউন্ট ডাউন শুরু। পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘে ঢাকা নীল আকাশ, কাশফুলের উঁকি-ঝুঁকি, শিউলির গন্ধমাখা ভোর, ছাতিমের মন কেমন করা গন্ধ; এই সবকিছুর প্রেমে বারবার পড়েনি, এমন বাঙালী খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অবশ্য মহালয়া কেন! পুজোর দিন গুণতি তো বাঙালির সারা বছরই চলে।

ছোট থেকেই বারো মাসে তেরো পার্ব্বণের মধ্যেও দুর্গাপুজোর উন্মাদনা আলাদাই মাত্রার। মাঝে পারিবারিক সমস্যাই হোক কিংবা কোভিডের মতো মহামারী, শারদীয়ার সময়ে হাজার অন্ধকারেও আশার আলো খুঁজে ফেলেছি অনায়াসে।
প্যান্ডেল, প্রতিমা, থিমের রমরমার মাঝেও উমার ঘরে ফেরা উৎসবের সাথে আবেগকে মিলিয়ে- মিশিয়ে একাকার করে দেয়। ষষ্ঠীর বোধন থেকে বিজয়ার বরণ অব্দি, পুরোটাই বাঙালির আবেগের বহিঃপ্রকাশ। মাঝে কলা বৌ স্নান, অষ্টমীর অঞ্জলি, সন্ধিপুজো তো আছেই। এই কয়েকটা দিন প্রকৃতির সাথে-সাথে মানুষ ও নতুন করে বাঁচতে শেখে। ঘুঘনিওয়ালা বা ফুচকাওয়ালার একটু বেশি বিক্রি হওয়া, ঢাকিদের ঢাকের শব্দে খুঁজে পাওয়া স্বস্তি, সারা বছর মোবাইলে মুখ গুঁজে থাকা বাচ্চার বেলুন কিনে দেওয়ার বায়না, এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়া বন্ধুদের একজোট হওয়া, নতুন প্রেমের সূত্রপাত; সব কিছুতেই জড়িয়ে থাকে নতুনত্বের ছোঁয়া। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির জয়ের উদযাপন ঘটে প্রতিটি হৃদয়ে।

পুজোর মানেটা বোধহয় প্রত্যেকের কাছে আলাদা অথচ একইরকম। আগমনী তো শুধু মা দুর্গার ঘরে ফেরা নয়, আরও অনেকের ফিরে আসা। কখনও চেনা শহরে, কখনও বাড়িতে আর কখনও নিজের কাছে। এই কয়েকটা দিনই তো আমরা বাঁচতে শিখি, ফিরতে শিখি জীবনের কাছে। তারপর তো বিজয়ার বিষাদের সাথেই আবারও রোজনামচার রুটিনে ফিরতে হয়, থোড়-বরি-খাড়ার ধারাপাতে মিশে থাকে শুধু অপেক্ষা, আরও এক আগমনীর।

আলোয় মোড়া পুজোর অন্ধকারে ছোট হকারদের জীবন লড়াই

সুপ্রতীক রায়

দুর্গাপুজো মানেই আলো, রঙ আর ভিড়ভাট্টায় ভরা কলকাতা। প্যান্ডেলের সারি, উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠা মানুষ আর রাতভর আড্ডা, সব মিলিয়ে উৎসবের দিনে শহর যেন নতুন করে বাঁচে। মা দুর্গা যেমন অশুভের বিনাশ করেন, তেমনি পুজোও শহরকে দেয় নতুন আশা। কিন্তু সেই উজ্জ্বলতার আড়ালে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে শহরের চেনা স্বাদ, ছোট ছোট হকারদের জীবিকা। উত্তর কলকাতার বাগবাজারে কুলফি বিক্রি করেন পল্টু বিশ্বাস। মাথায় রাখা এক বাক্স ভর্তি কুলফি নিয়ে তিনি হাটেন গলি থেকে গলি। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি মানুষকে দিয়েছেন এই সরল কুলফির স্বাদ। কিন্তু এবারের পুজোতে তাঁর কণ্ঠে শোনা গেল হাহাকার—

'আমাদের মতো লোকেদের বাঁচাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে'

“দুই বছর আগেও বিক্রির চাপ সামলানো মুশকিল হয়ে যেত। এখন কুলফির দিকে ফিরেও তাকায় না কেউ। সবাই রেস্টুরেন্ট, ক্যাফে বা ঝকঝকে স্টলে যাচ্ছে। আমাদের মতো লোকেদের বাঁচাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে।”
কলকাতার দুর্গাপুজোর সঙ্গে যে রাস্তার খাবার জড়িয়ে আছে, তা নিছক খাবার নয়, এ শহরের সংস্কৃতিরই অংশ। ঘটিগরমের ধোঁয়া, গঙ্গার ধারে মুড়িমাখা, কিংবা মাথায় বাক্স তুলে হাঁটা কুলফিওয়ালার ডাক—এসবই পুজোর নস্টালজিয়া। কিন্তু দিন যত যাচ্ছে, প্রতিযোগিতা তত বাড়ছে। নতুন নতুন ফুড স্টল, চকমকে দোকানের ভিড়ে পিছিয়ে পড়ছে এই ছোট্ট ব্যবসাগুলো।
পল্টু বিশ্বাসের মতো আরও অনেকে আছেন, যাদের সংসার চলে এই অবিচ্ছেদ্য স্বাদের ওপর নির্ভর করে। পুজোর দিনগুলোতে যেখানে তাঁদের আয়ের আশার আলো জ্বলার কথা, সেখানে নেমে আসছে অন্ধকার। যদি এমনই চলতে থাকে, তবে হয়তো আগামী দিনের কলকাতা হারাবে তার চেনা রাস্তার ছবি— ঘটিঘরমের ধোঁয়া আর মাথায় বাক্স তুলে হাঁটা কুলফিওয়ালার সরল আনন্দ।
কলকাতার দুর্গাপূজো যেমন উৎসব, তেমনই ইতিহাস। কিন্তু এই ইতিহাস ও পল্টু বিশ্বাসের মতো অগুন্তি লোকেদের টিকিয়ে রাখতে গেলে শহরকে ভাবতে হবে নতুন ভাবে।

A clay hub in the city, where Maa Durga comes alive

Bipasha Kundu

It is finally that time of the year when Bengal can say, “Maa Aschhe.” The air is filled with the aroma of autumn as the sky carries clouds in different forms. Durga Puja is an emotion for every Bengali that connects them with their deep-rooted culture and traditions.

Durga Puja is not possible without the Kumartuli potters. They are the ones who work day and night to craft each and every clay idol that will be worshipped during the Puja. The potter community in Kumartuli carries years of history and tradition with them. Mintu Paul, an artisan of Kumartuli, said that he is the fourth generation of his family involved in idol-making. He also described Kumartuli as “Maa Durga’s birthplace.”
The story of Kumartuli goes back about 300 years, during the time of British colonialism, when different groups of workers were settled in different areas of the town. The kumors (potters) shifted to a small corner of North Kolkata. As the zamindars began celebrating Durga Puja, they started looking for talented artisans who could craft beautiful idols. At that time, Durga Puja was also a display of power and wealth. That is how Kumartuli became the major hub of idol-making. Its narrow lanes are filled with unfinished idols—straw bodies waiting to be covered with clay, and eyes waiting to be painted—that silently gaze at you as the potters give their best effort to showcase their creativity.

Every year, around 6,000 idols are crafted in Kumartuli and sent across the country. In recent years, these idols are also being exported to other countries for worship. This colony is filled with the sweet aroma of hard work and the unique artistry of its people. Without them, it is impossible to imagine Durga Puja. As Maa comes to us in the form of their craft, this area remains the heartbeat of Kolkata’s cultural and religious life. Even today, Kumartuli proudly carries the devotion and faith of Bengali culture.

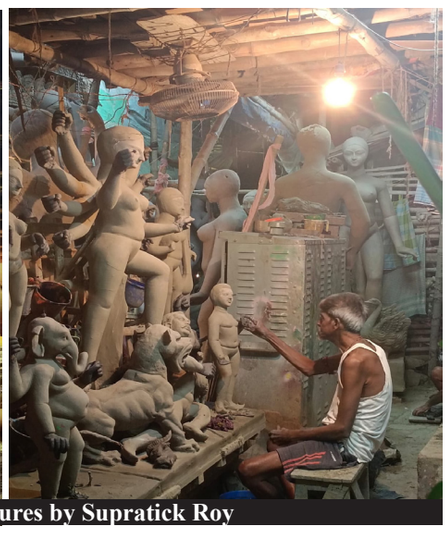

Artisans working on the Durga idols. Pictures by Supratick Roy

দেবী আদরনের মহাপর্ব

বৈশালী সাহা

প্রতিবছর আশ্বিন মাসের প্রতীক্ষিত আগমন ঘটে যখন বাতাসে ভেসে আসে পবিত্র দুর্গাপূজার আনন্দঘন সুগন্ধ। শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত, গৃহ থেকে মন্দির – সর্বত্র পরিণত হয় এক মহোৎসবে। এই উৎসব আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্যতম উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিশেষ করে কলকাতার কুমারটুলি এলাকাটি তখন প্রাণের মোড় ঘুরে। কারণ এখানকার কারিগররা গড়ে তুলেন অসাধারণ ঠাকুর মূর্তি।

দুর্গাপূজার আগমনী সময়ে যেমন প্রতিটি বাড়িতে ধুমধাম শুরু হয়, ঠিক তেমনি বাজারগুলোও জমে ওঠে ক্রেতা-ব্যবসায়ীদের চিৎকার আর সরগরম আলোয়। মিষ্টির দোকান থেকে শুরু করে প্যান্ডেল সাজানোর উপকরণ বিক্রেতা পর্যন্ত সবাই এই উৎসবকে কেন্দ্র করে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ছোটো বড়ো সবাই নিজ নিজ উপায়ে প্রস্তুতি নেয় এই মহাপর্ব উদযাপনের জন্য। নারীরা নতুন পাড়ার সাজ সজ্জায় মেতে ওঠে, আর পুরুষেরা প্যান্ডেল তৈরি আর পুজোর আনুষ্ঠানিকতায় মনোযোগী হয়ে পড়ে।

দুর্গাপূজার আগমন উপলক্ষে ঠাকুর নির্মাণ শিল্পীরা দিনরাত পরিশ্রম করেন। মাটির মূর্তিগুলো গড়ে ওঠে ধাপে ধাপে, সৃষ্টিশীলতা আর পরিশ্রমের মিশেলে। প্রতিটি ঠাকুরের মুখাবয়ব, সাজসজ্জা, হাতে আঁকা ক্ষুদ্র নকশা – এসবের মধ্যে ভক্তি ও শিল্পের গভীর স্পর্শ অনুভব করা যায়।

এই মহোৎসব আমাদের শিখায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা, সংস্কৃতি চর্চা ও পারস্পরিক ভালবাসার গুরুত্ব। প্রতিটি বছর কুমোরটুলির ঠাকুর নির্মাণকারীরা যেমন তাদের নিপুণ শিল্প দেখিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেন, তেমনি আমরা সবাই মিলে ভক্তি ও আনন্দে উজ্জ্বল করি এই উৎসব। দেবীর আগমন হোক আমাদের জীবনে নতুন আশা ও শান্তির বার্তা।

অভিনব শিল্প: ফাইবারে জীবন্ত গণেশ মূর্তির গল্প

অস্মিতা দেবনাথ

বাঙালির ঐতিহ্য ও শিল্পের এক জীবন্ত কেন্দ্র কুমোরটুলি। এখানে প্রতিটি গলি, প্রতিটি কর্মশালা যেন শিল্পের ছোঁয়া ও সৃষ্টিশীলতার গল্প বলে। সম্প্রতি সেখানে দেখা হলো এক প্রতিভাবান লোক ফাইবার শিল্পী সুবিমল চ্যাটার্জীর সঙ্গে, যিনি অত্যন্ত নিখুঁত ও প্রাণবন্তভাবে গণেশের মূর্তি তৈরি করেন।
শিল্পী সুবিমল চ্যাটার্জী জানান,
“ লোক ফাইবার মূর্তি তৈরি করা শুধু শিল্প নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক। প্রতিটি মূর্তিতে আমি ভক্তি, অনুভূতি এবং বাঙালির ঐতিহ্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি।”
তার কর্মশালায় দেখা মিলল বিভিন্ন আকারের, রঙিন উজ্জ্বল গণেশের মূর্তি। প্রতিটি মূর্তির শিল্পীর যত্ন, সূক্ষ্মতা এবং কল্পনার ছোঁয়া স্পষ্ট। প্রথমে কাঠ বা অন্য উপাদান তৈরি হয়, তারপর তা ফাইবারে রূপান্তরিত হয় এবং শেষে হাতে রং করা হয়।
শিল্পী আরও বলেন, “আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ আসে মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর সময়। উৎসবের মরশুমে যারা আমার মূর্তি বাড়িতে রাখে, তাদের খুশি দেখে মনে হয় শিল্প বাঁচানো সার্থক।”

শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় আকার পায় ভক্তি। ছবি - অস্মিতা দেবনাথ

কুমোরটুলির এই গলি যেন শিল্পের একটি নিরব গান। লোক ফাইবারের মূর্তিগুলো শুধু চোখের খোরাক নয়; এটি বাঙালির সংস্কৃতি, আচার অনুষ্ঠান এবং শিল্পের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। প্রতিটি মূর্তিতে শিল্পীর আত্মার স্পর্শ, ভক্তি এবং কল্পনার ছোঁয়া রয়েছে।

এই শিল্পী সুবিমল চ্যাটার্জী ও তার ফাইবারের মূর্তিগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ঐতিহ্যবাহী শিল্প এখনো জীবিত এবং নতুন প্রজন্মের জন্য অণুপ্রেরনার উৎস।

দুর্গা পূজার আবেগ

আদ্রিজা দোলুই

দুর্গাপূজা শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি বাঙালির হৃদয়ের স্পন্দন। শরৎকালের নীল আকাশ, কাশফুলের শুভ্রতা, আর চণ্ডীপাঠের ধ্বনি যেন জানান দেয়—মা আসছেন। এই সময়টাতে শহর থেকে গ্রাম, প্রতিটি কোণ আলোয় ঝলমল করে ওঠে। প্যান্ডেল, প্রতিমা, আলোকসজ্জা—সবকিছুতেই থাকে এক অপূর্ব শিল্পের ছোঁয়া।
এই উৎসবের সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্ত হলো মহালয়া থেকে বিজয়া দশমী। মহালয়ার ভোরে চণ্ডীপাঠ শুনে চোখে জল আসে, মনে হয় মা যেন সত্যিই আসছেন। ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত প্রতিদিনের পূজা,

অঞ্জলি, প্রসাদ, ধুনুচি নাচ, আর সন্ধ্যার আরতিতে মন ভরে ওঠে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা হওয়া, নতুন পোশাক, হেসে খেলে দিন কাটানো—সব মিলিয়ে এক অনন্য আনন্দ। তবে বিজয়া দশমীর দিন যেন এক বিষাদের ছায়া নেমে আসে। বিসর্জনের সময় চোখে জল আসে, মনে হয় মা আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেও থাকে এক আশ্বাস—আগামী বছর আবার আসবেন মা। বিজয়ার আলিঙ্গন, প্রণাম, আর মিষ্টিমুখে থাকে ভালোবাসার বন্ধন।

দুর্গাপূজা আমাদের শেখায় মিলন, ভালোবাসা, আর সংস্কৃতির সৌন্দর্য। ধনী-দরিদ্র, জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই একত্রিত হয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। এই উৎসব আমাদের জীবনে এক নতুন আলো জ্বালায়, যা সারা বছর ধরে হৃদয়ে জেগে থাকে।

পূজার সুরে

Agomoni in Kumortuli: An artisan’s story

Debosmita Roy

A few days back my friends and I travelled to Kumortuli, situated in Sobhabazar, to experience Agomoni, the ceremonial arrival of Maa Durga. The entire area was alive with a vibrant energy. The narrow lanes were a flurry of activity, filled with the scent of wet clay and the sounds of hammering and chiseling. We saw stacks of fresh mud and countless bamboo frames, each waiting to be transformed into a divine form. It was a fascinating glimpse into the dedication that goes into creating the Durga Puja idols.We had the opportunity to speak with a master artisan, Subal Paul, whose hands and clothes were caked in clay. I asked him what this entire process means to him. “It’s a mix of feelings,” he told me, with a thoughtful smile. “These are our most demanding and busiest days of the year, with a lot of pressure to meet our deadlines.” He wiped sweat from his brow. “But at the same time, they are our happiest. We aren’t just making statues; we are bringing Maa Durga to life. When we see the devotion in people’s eyes, all the hard work feels worthwhile. The deadlines are a challenge we gladly accept, because the joy of contributing to this festival is our biggest reward.”It was a powerful reminder that for these artisans, Durga Puja is more than just a festival; it’s a profound act of creation and faith. It’s a tradition that runs in their blood, passed down from one generation to the next, a legacy they proudly carry. Witnessing their dedication firsthand gave me a newfound appreciation for the festival and the incredible effort that makes it possible.

নানান রূপে নানান ভাবে

অহনা রায়

দুর্গাপূজা শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি শিল্প, সংস্কৃতি, ভক্তি ও ঐতিহ্যের একটি সম্মিলিত উদযাপন।এই দুর্গাপূজার ইতিহাস ও পূজা প্রচলন নিয়ে বহু কাহিনী রয়েছে। ঠিক তেমনই বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রথার প্রচলনও বিশেষ উল্লেখ্য। যদিও শারদ উৎসবে মূলত দেবীর মহিষাসুরমর্দিনী রূপই, তবে ঠনঠনিয়া দত্ত বাড়িতে দেবী পূজিতা হন মহাদেবের সাথে একই আসনে।
আবার শোভাবাজার দেব পরিবারে দেবী অষ্টাদশ ভূজা এবং সাথে লক্ষী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশের মূর্তির পরিবর্তে থাকে পটচিত্র।
অন্যদিকে ভবানীপুর দে পরিবারে দেবী পূজিতা হন ব্রিটিশ দমনকারী ভারত মাতা রূপে, যেখানে মহিষাসুরের পরিবর্তে থাকে ব্রিটিশ শাসকের মূর্তি। আলিপুরদুয়ারের ভুঁইয়া পরিবারে আবার স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী দেবীমূর্তি লোহিত বর্ণের হয়ে থাকে।এছাড়াও মিত্রাবাড়ির বাঁকুড়ার ঘোড়ার আদলে তৈরী সিংহ মূর্তি ও ঠাকুরবাড়ির দেবীর সাথে সখী জয়া-বিজয়া মূর্তিও বেশ নজর কারে। মূর্তির বৈচিত্র্যের সাথে পূজা পদ্ধতিতেও বেশ বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন - বাগবাজার হালদার বাড়িতে মায়ের শীলা মূর্তির নিত্যপূজা চলে আসছে প্রায় ৭০০ বছর ধরে "।
আবার রাজবল্লভী মন্দিরে ছাগলের বদলে মোষ, মেষ ও ভেড়া বলি হয়।আবার বহু জায়গায় পশুর পরিবর্তে বিভিন্ন সবজি বলিদানের প্রচলন রয়েছে। অন্যদিকে দর্জিপাড়া মিত্র বাড়িতে সন্ধীপূজায় ১০৮ পদ্মের পরিবর্তে ১০৮ অপরাজিতা ফুল অর্পণ করা হয়।
আবার শোভাবাজার দেব পরিবারে দেবীকে রক্তার্ঘ্য দেওয়া ও বিসর্জনের পর মহাদেবের প্রতি দূত হিসাবে নীলকণ্ঠ পাখী ওড়ানোর ঘটনাও উল্লেখ্য।
যা এই উৎসবকে স্মৃতিমূখর করে তোলে।

INTERNSHIP STORIES

Inside TOI newsroom

Bipasha Kundu

Bipasha brainstorming ideas in The Times of India office.

After a month of eagerly waiting to join The Times of India, my anticipation finally came to an end on September 1. It took a lot of patience to keep myself calm while attending classes alone, as my peers were busy with their own internships. Those classes felt lonely at times, and I often questioned whether my wait would pay off or not. Honestly, it was hard for me.However, everything became worthwhile when I first stepped into The Times of India office on September 1.

I had visited the office once before during an industry visit organised by our professor Sudipta Bhattacharjee. I'm grateful for her guidance, which made the joining process smooth.The first day involved introductions, understanding my responsibilities, work culture, and timing. The following day, I finally went out into the field to cover a significant report on the Dorina crossing protest at Esplanade for the Bengali language. There was chaos all around: speakers were roaring at full volume, the police were everywhere, and the road was half blocked.

I felt puzzled for a moment, but after some time, I focused on my task of finding the right people to interview for information. I even managed to get a quick byte from Ritabrata Banerjee, a member of the Rajya Sabha.The next morning, I woke up to find my name published with the lead story on the main Nation page. My inbox was filled with congratulations, and it was a truly valuable moment for me. Each day since, I have been learning new things and gaining valuable experience.

This is only the beginning; I have the rest of the month ahead of me to explore, learn, and have fun. I would also like to thank Sudipta Bhattacharjee ma'am and Brainware University for giving me the opportunity to work with this reputable newspaper.This internship in my master degree will always hold a special place in my memory.

আনন্দবাজারে প্রশিক্ষণের দিনলিপি

কুনাল চন্দ্র মন্ডল

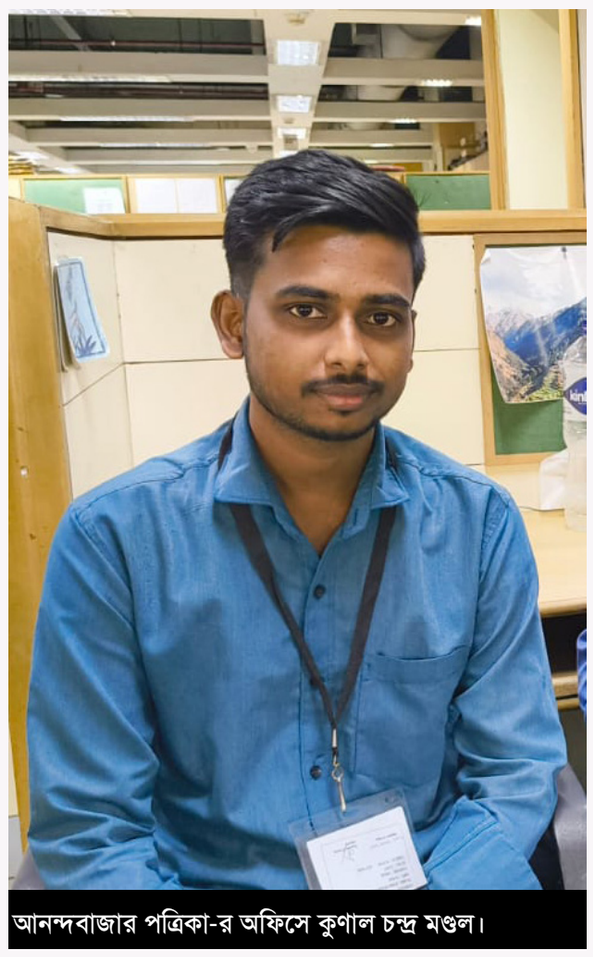
আনন্দবাজার পত্রিকা-র অফিসে কুণাল চন্দ্র মণ্ডল।

কলকাতার অন্যতম প্রধান প্রাচীন সংবাদপত্রের ভেতরের গল্প কেমন? পাঠকের কাছে পৌঁছনো প্রতিটি খবরে যে দলগত কাজ(টিমওয়ার্ক), গবেষণা আর ধৈর্যের ছাপ থাকে, সেটাই চোখের সামনে ধরা দিল আনন্দবাজারে ইন্টার্নশিপের সময়ে।

খবর সংগ্রহ করা , বাছাই করা, খবর লেখা, তর্জমা, শিরোনাম রচনা ইত্যাদি কাজ কীভাবে করলে ভাল হয়, তা-ই নিয়েই এই প্রশিক্ষণ। কিন্তু শুধু যে তা-ই নিয়ে, তা নয়। এছাড়াও শেখার চেষ্টা করেছি ভাষা-ব্যবহার, বাক্যগঠন, শব্দনির্বাচন, প্রতিবর্ণীকরণ, বিরামচিহ্ন ও উদ্ধৃতিচিহ্নের প্রয়োগ-পদ্ধতি এবং আরও অজস্র প্রসঙ্গ।

ভাষার প্রধান কাজ একের ভাবনাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ভাষাকে কীভাবে ব্যবহার করলে সে-কাজ সহজে সম্পন্ন হতে পারে, অন্যান্য নানা বিষয়ের মধ্যে এটাও ছিল আমাদের শেখার বিষয়।

সকালবেলা অফিসে ঢুকেই শুরু দৌড়ঝাঁপ। কখনও নিউজরুমের চঞ্চল পরিবেশ, কখনও ডেস্কে বসে কপি এডিটিং শিখে নেওয়া আবার কখনও পেজ বানানো শেখা। সিনিয়র সাংবাদিকদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বোঝা গেল, খবর শুধু লেখা নয়, প্রতিটি শব্দের দায়বদ্ধতা আছে। প্রখর রৌদ্রে কিংবা বর্ষার দাপটে থেমে থাকে না বাইলাইন সংগ্রহ। কপালে চুইয়ে পড়া ঘাম কিংবা বৃষ্টির দিনে ভেজা কাক সবকিছু ঊর্ধ্বে এগিয়ে চলে খবর সংগ্রহের কাজ।একটা চমকপ্রদ হেডলাইন তৈরি করতে যতটা পরিশ্রম, ততটাই প্রয়োজন ফলো-আপ কভারেজে। সবচেয়ে বড় শিক্ষা—খবর মানে শুধু তথ্য পরিবেশন নয়, বরং পাঠকের কাছে সেটাকে জীবন্ত করে তোলা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্ভুলতা আর গতি দুটোই সমান জরুরি।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো "বাইলাইনের" কথা। আনন্দবাজারের প্রতিবেদনে অন্যান্য পত্রিকা মতো খুব সহজেই রিপোর্টের নাম পাওয়া যায় না। এই প্রেক্ষিতে আনন্দবাজারের এক অভিজ্ঞ সাংবাদিক বলেন," বাইলাইন মুড়ি মুড়কি নয়, যে খুব সহজেই পাওয়া যাবে।"ইন্টার্নশিপে পাওয়া অভিজ্ঞতা শুধু পেশাগত নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও দাগ কেটেছে। সময় মেনে চলা, চাপের মধ্যে কাজ করা, আর একসঙ্গে টিমের সঙ্গে মিশে যাওয়ার কৌশল—এসবই শিখে নেওয়া গেল এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই। তবে শুধু মিষ্টি অভিজ্ঞতা নয় এর মধ্যে আছে সমানভাবে তিক্ততা।আনন্দবাজারের মতো ঐতিহ্যবাহী সংবাদপত্রে ইন্টার্নশিপ তাই শুধু একাডেমিক অভিজ্ঞতা নয়, বরং সাংবাদিকতার অন্দরমহলের এক অবিস্মরণীয় পাঠশালা। তবে যিনি না থাকলে আমার এই ইন্টার্নশিপ সফল হতো না তিনি হলেন আমাদের সবার প্রিয় শিক্ষিকা সুদিপ্তা ভট্টাচার্য। ওনার অনুমোদন, সমর্থন ও পরামর্শের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

My experience of a podcast on Brainware and Beyond

Soumyadeep Paul

I personally loved cameras since childhood and never thought that I would have one, but this May I bought myself a camera and got an opportunity to shoot the Brianware's Media Science and Journalism department's own podcast named "Brainware and Beyond".

I was told by Charan sir to bring my camera and to shoot the podcast. It was exciting for me as it was the first time I'm getting this kind of opportunity, shooting in real life studio. I got the essential camera role to frame the host who was one of our department's students, named Ahona. While she was asking questions; without any of us speaking anything we stood there for 30-40 minutes continuous. I was looking into the frame as slight movements can break the continuity and for obvious reasons you can't just tell Ms. Anandita Bose ma'am to reshoot the question. Our guest Ms. Anandita Bose ma'am spoke very politely gave a lot of suggestions and answered the question calmly, while Charan sir, the director of the podcast continuously was monitoring the three cameras and the audio recordings. Working with the juniors (third semester) was a very fun process and truly speaking I learnt a lot of things from them, that day too. Lastly, I would say that it was a pivotal learning lesson for each of the Media Science student and it would only provide smooth working experience to add on our CV's. Thanks to all our faculty members especially Charan Sir and Jennifer ma'am to put a trust on me and my peers Pritam, Prapti, Saheba, Souvick and Suravi for their constant support.

The tradition of celebrating Ganapati festival at Kankinara

Sangeeta Guha

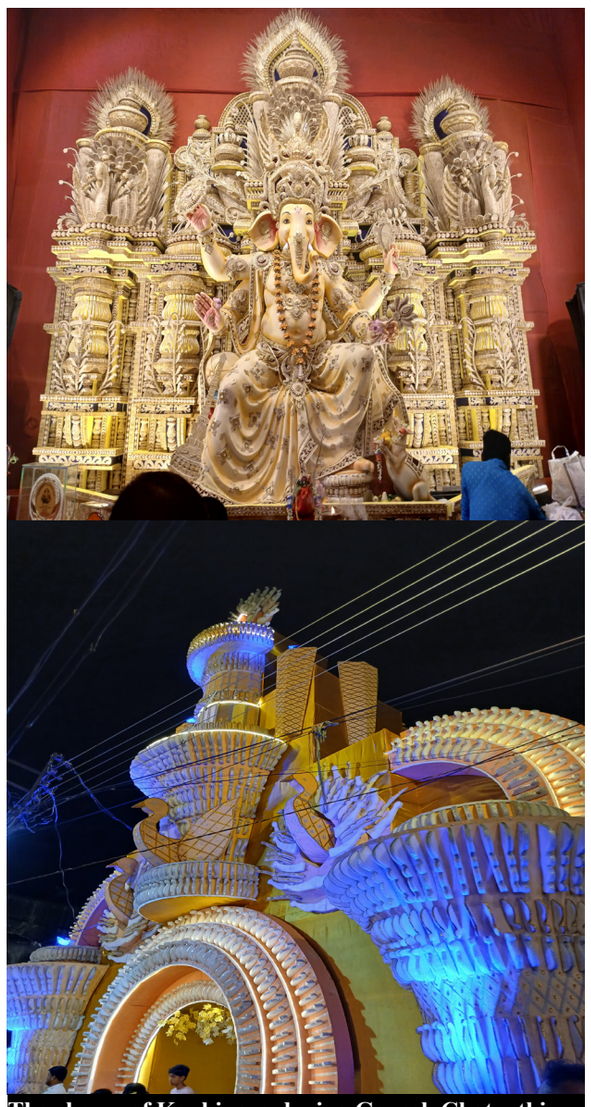
The charm of Kankinara during Ganesh Chaturthi. Pictures by Sangeeta Guha

This tradition has been going on in Kakinara for ages. Being a resident of Kankinara, I have been witnessing this celebration of welcoming Bappa since my childhood. Even my parents say that this celebration is not new, it has been going on for ages. Small, big, themed pujas, in total, around 300 Ganesh Pujas are held here.

I went to see Ganesh Puja this year on the first day of the celebrations. It was almost crowded that day. Many policemen and forces were assigned to handle the crowd. During the puja, vehicular traffic is stopped from evening onwards. Many people face problems. While there was a huge queue in front of the pandals, there were VIP tickets of Rs 5 also. But with Bappa's blessings, the of puja of Ganesh is always completed seamlessly.

Ganesh ji stays here for five days like his mother Ma Durga stays with us. We're incomplete without Ganapati Bappa. His blessings make us complete.

Bappa is celebrated in Kankinara like in Maharashtra. This is not Mumbai, which looks different during Ganesh Chaturthi. That charm of welcoming Bappa in Maharashtra is always different. No place can beat that charm. But Kankinara welcomes Ganapati Bappa in its own way, which is also very close to the hearts of the people who live in Kankinara and also for those who can't go to Mumbai but live in the near Kankinara. They can enjoy Ganesh Puja by staying at Kankinara.

Many theme pujas are held like 'The world of peacock,' 'Rajasthan's temple,' 'Badrinath,' 'Adiyogi,' and many more. The idols of Ganesha here are big and diverse. Every year, new types of idols are worshipped, as well as traditional idols. Like this year they made Ganesh Ji and his wife in Radha-Krishna form. People say that Riddhi is the wife of Ganesha. Idol-makers create such creativity in idols, which is actually commendable. They make Ganesha in Shiva's form, Narasimha's form. They make beautiful traditional, big idols also. Maybe the pandal is normal but the idol is always large and beautiful. If the pandal is large, themed, then the idol is also large and themed. They carry this culture.

This festival was small earlier but with time this festival became so big here and many people from outside came to Kankinara to see the Ganesh Puja. Because there were many people in Kankinara who didn't know that the Ganesh Puja is celebrated in such a big way. But now not only the people of Kankinara, people from outside have come to know more about the Ganesh Puja in Kankinara because of social media. Many politicians come to inaugurate the Puja pandals. This tradition is continuing and will continue for ages. Ganpati Bappa Moreya, Ganesh ji is always with us.

Beyond lessons: A day for our teachers

Anupriya Chakraborty

Teacher's Day celebration at Brainware University. Picture by Aniket Ghosh

"Media Science and Journalism is a small but bonded department." These words from our faculties inspire us to work together enthusiastically. This enthusiasm allowed us to organize the 'Teacher's Day' event so remarkably that our teachers were able to smile, enjoy, and cherish every moment, leaving the outside world behind for those few hours. We can proudly say that when the department comes together, there is no sense of ego between juniors and seniors. We understand that we are united and that we need to strive for success together.

This time, Teacher's Day in our department was a truly cultural and fun-filled celebration. Students were eager to perform something in respect of their teachers. The days of organizing leading up to the event felt like a small festival – full of planning, shopping, enjoying meetups, practice sessions, pre-planning what to wear, and having fun times. And mentioning the day, it was stunning, we all were engaged in the work of preparations, decoration, last-minute rehearsals, and countless moments of laughter together. Our only aim was to make the day special for our teachers, who are giving their best to not only educate us and teach us how we should work in the industry, but also impart life lessons that are going to be ever valuable in the competitive world ahead.

The event began with a grand entrance by our teachers, accompanied by a lively song that we played and sang. This was followed by various performances, including singing, dancing, and recitation. The highlight of the event was the games designed for the teachers, which included several rounds named Movie Maniac, Quizzard, Riddle Ride, Emoji Talks, and Chaotic Words. Although there were elimination rounds to ultimately determine our Faculty No.1, similar to the reality game shows we see on television, there was no reason to feel disheartened, as there were gifts for the eliminated participants after each round, along with a special surprise for the winner of the evening.

Is it possible to have one event without pleasing the taste buds? No, right? There were a variety of delicious snacks arranged for the teachers to enjoy while participating in the activities, as well as a cake for a sweet ending to the overall event.

Additionally, the teachers brought food for us to make sure we enjoy and have big smiles on our faces. Teacher's Day is not just a day for the teachers; it is a celebration of every moment in the classroom and a treasure of the bonds created over the years of learning together.

The charm of Shillong

Bhavna Roy

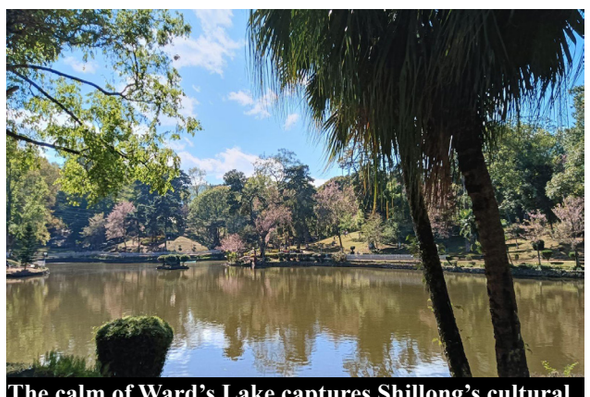
The calm of Ward's Lake captures Shillong's cultural and natural essence. Picture by Bhavna Roy

Ward's Lake is one of Shillong's most loved places, with a history that feels almost like a story. It was built in the late 1800s during the British rule, when Sir William Ward, the Chief Commissioner of Assam, wanted to create a peaceful spot in the city.

There's a popular tale that a Khasi prisoner named U Sajar Nangli actually helped design and build the lake. The British officer in charge gave him the job to keep him busy, and his skill turned the idea into a beautiful reality. The lake was completed around 1894 and named after Sir William Ward.

Shaped like a horseshoe, the lake is surrounded by gardens full of flowers, walking paths, and a pretty wooden bridge where visitors can stand and enjoy the view. The water is fed by natural springs, and boating was later introduced for people to enjoy.

Today, Ward's Lake is a favourite spot for both locals and tourists. Families come for picnics, couples take quiet walks, and photographers capture its beauty in every season. More than just a tourist attraction, it's a peaceful escape in the heart of Shillong that connects the city's colonial past with its lively present.

Independence Day being celebrated at Brainware University. Picture by Salauddin Molla

From the soil of Purulia rose Anuparna Roy, the Durga of Bengal, carrying forgotten songs to the world stage. With *Songs of Forgotten Trees*, she became the first Indian filmmaker to win Best Director in the Orizzonti section at the 82nd Venice International Film Festival

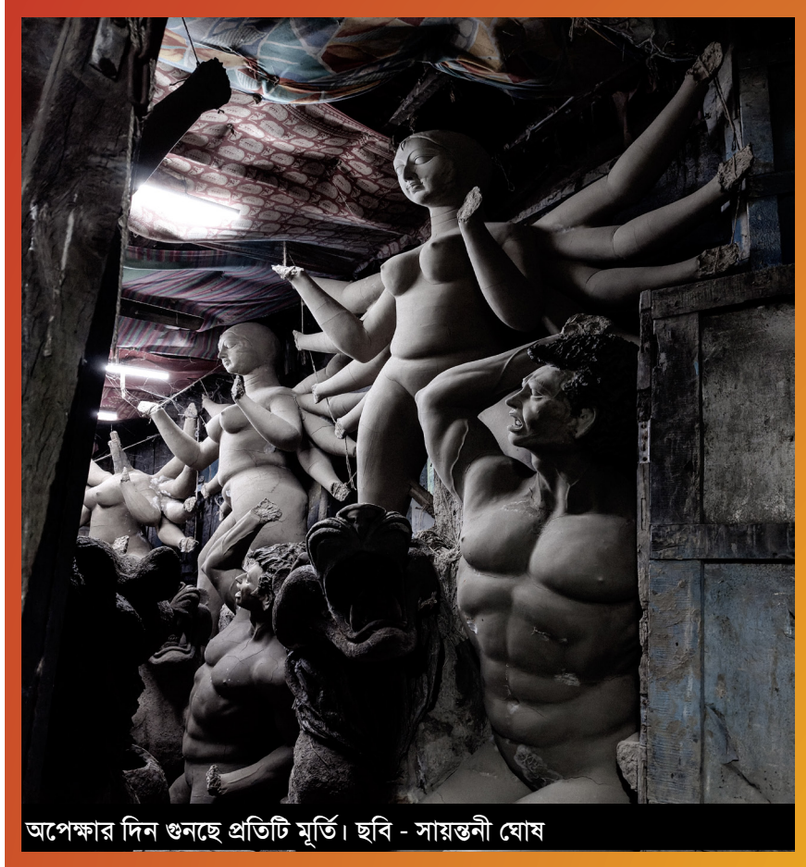

অপেক্ষার দিন গুনছে প্রতিটি মূর্তি। ছবি - সায়ন্তনী ঘোষ

রাতের অন্ধকারে সবুজ আলোর জাদু - যেন স্বপ্নের প্রাসাদ ভেসে উঠেছে জলের আয়নায়! ছবি - প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য্য

আলোকের নিচে মৃৎশিল্পীর নিবিড় মনোযোগ, যেখানে মাটি থেকে জীবনের প্রতিমা গড়ে ওঠে। ছবি - বৈশালী সাহা

Riders to the sea. Picture by Trisha Ghosh

Lost in time, nature now guards the forgotten grave. Picture by Suranjana Mondal

Sky so clear, nature so near. Picture by Aditya Mondal

Rooted in peace, just like this tree. Picture by Sayantani Jana

As old as time. Picture by Ahona Roy

The harbinger of Durga Puja. Picture by Adrija Dolui

স্থাপত্য আর আরাধনার মিলনস্থল। ছবি - ইন্দ্রাণী দত্ত

Evening by the Ganga - city lights await. Picture by Annesha Dutta

A rainy evening before Durga Puja. Picture by Nandini Mishra

Destination Chandannagar

a photowalk through history

Framed by nature's embrace, a moment of quiet reflection along the waterfront. Picture by Dipsika Gupta Prasad

Echoes of history by the riverside – Chandannagar Ghat. Picture by Kritika Bharti

The joys of childhood, witnessed on the Strand

Sangeeta Guha

I met some children at Chandannagar during our Brainware University photo walk. They were swimming in the Ganga, very excited.

The youngsters were enjoying their time with friends and I was watching from the strand. Then I thought I should go there and click some photos of them and their activities. I did that. When they saw I was taking their pictures, they became even more excited. And they started to pose. But I asked them to continue what they were doing because I wanted to click their natural activities. They were jumping from the promenade above the strand into the river from a consiiderable height. But they were taking the plunge fearlessly.

The boys were 10 or 11 years old. One of them was slightly older, aroound 14 years old. I talked to them and learnt that they come here sometimes since they enjoy this activity. They went from there after taking their pictures. It was like God's plan that I would meet them. And it happened.

It was so refreshing to gaze at this aspect of childhood that they are enjoying. I really loved the way they were savouring every moment. I loved the smiles on their faces. They made me happy too. Childhood is the only time when we can do anything without any pressure or tension. Childhood is that time in every person's life when we don't have that pressure of life and this is the time when everyone should enjoy themselves. This was, for me, one of the best moments of that photo walk in Chandannagar.

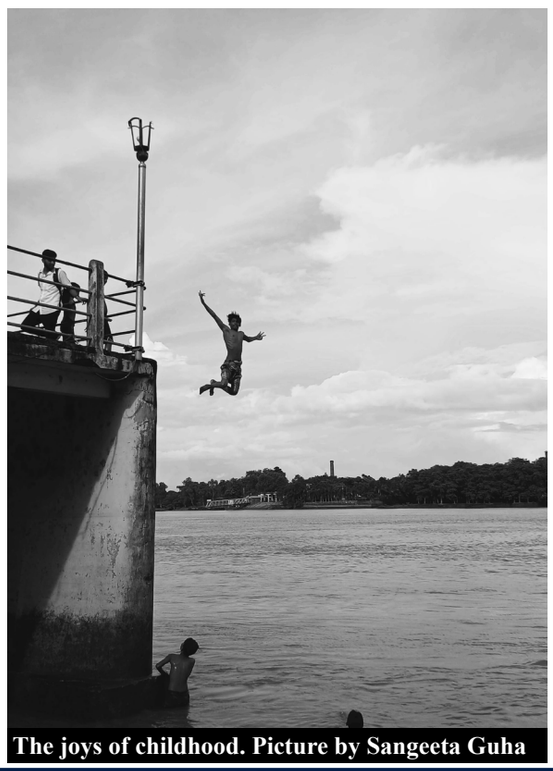

The joys of childhood. Picture by Sangeeta Guha

Snapshots of heritage during a day through ancient alleys

Soumili Poddar

On August 19, the students of the Department of Media Science and Journalism, Brainware University, embarked on a special journey to celebrate World Photography Day through a thoughtfully organized photo walk at Chandannagar. The event brought together not just the students but also the faculty members, seniors, and juniors, creating an atmosphere of enthusiasm, learning, and bonding.

The journey began from the university campus early in the morning, with a bus arranged by the faculty members to ensure a comfortable and enjoyable travel experience for everyone. Laughter, conversations, and the click of cameras filled the bus as the participants looked forward to exploring Chandannagar — a town known for its French heritage and picturesque beauty.

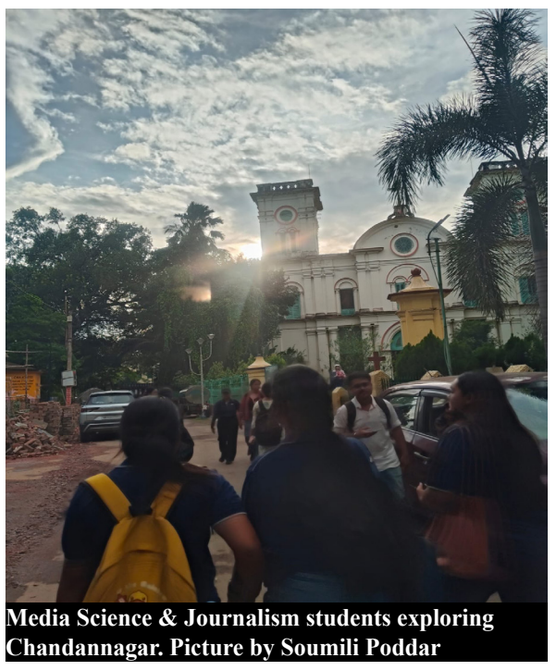

Media Science & Journalism students exploring Chandannagar. Picture by Soumili Poddar

The first stop of the walk was the historic Chandannagar Cemetery, where students tried to capture the solemn aura of the site through their lenses. The play of light and shadow, the colonial-era tombs, and the quietness of the surroundings offered them a chance to experiment with different perspectives of photography. The next destination was the serene Chandannagar Ghats, a place where the Ganga flows in a calm yet majestic manner. Here, the group captured scenic frames of the riverside, boats, and the everyday lives of the local people.

Finally, the photo walk concluded at one of Chandannagar's most iconic landmarks — the Sacred Heart Church (Église du Sacré Cœur). This church, built in 1875, stands as a remarkable testimony to the French presence in India. Designed by Jules Martin, the church exhibits classic French architectural brilliance with its tall columns, stained-glass windows, and a majestic dome. Many of the construction materials were brought directly from France, which adds to its authenticity and uniqueness.

The church has served as a spiritual hub for the Catholic community since the colonial period. Even after Chandannagar was handed over to India in 1950, the Sacred Heart Church has continued to be an emblem of French heritage and cultural harmony. For the students, the church was not just a site for photography but also an opportunity to learn about the intertwined history of India and France. As the golden rays of the evening sun bathed the church's façade, cameras clicked away, capturing moments that blended art, history, and faith.

The day ended with smiles, group photographs, and the shared joy of learning together. Students and teachers alike expressed their happiness at being part of this unique celebration of World Photography Day. Beyond just a trip, it was an experience that combined education, culture, and creativity — a day to be remembered not only in photographs but also in the hearts of everyone present.

View of Ranighat. Picture by Pritha Aditya

যেখানে প্রতিটি ঘণ্টাধ্বনি বলে যায় অতীতের গল্প

সুপ্রতীক রায়

হুগলি নদীর ধারে স্ট্র্যান্ড প্রোমেনাডের পাশ দিয়ে হাঁটলে হঠাৎই চোখে পড়ে যায় এক পুরনো দালান, চন্দননগরের ঘড়িঘর। আজ এটি শহরের পুলিশ স্টেশনের অংশ, ভেতরে ব্যস্ততা, চারপাশে পুলিশের আনাগোনা। তবু দোতলার মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা সেই ঘড়ির কাঁটা যেন শহরবাসীর কাছে এখনো সময়কে মাপছে একই ছন্দে, যেমনটি করেছিল দেড়শো বছর আগে।

এই ঘড়িঘরের গল্প বেশ অদ্ভুত। টাওয়ারটি তৈরি হয় ১৮৮০ সালে, তবে তার ঘড়ির জন্ম অনেক আগেই। ১৮৪৫ সালে

ঘড়িঘর ও কারাগার, চন্দননগর। *ফাইল চিত্র*

জোসেফ ডমাঁ সাঁ পুরকাঁ নামের এক ফরাসি ব্যক্তি শহরকে উপহার দেন এই ঘড়ি। অর্থাৎ দালান তৈরি হওয়ার বহু বছর আগেই শহরের বুকে তার শব্দ বেজে উঠেছিল। পরে যখন ফরাসি শাসনকালে এই টাওয়ার দাঁড়াল, সেই ঘড়িটিই হয়ে উঠল এর প্রাণ।

একসময় এই ভবন ছিল পুলিশের ইউনিট আর জেলখানা। বন্দিদের বন্দিত্ব আর অফিসারদের ব্যস্ততা, সবকিছুর সাক্ষী থেকেছে এই ঘড়িঘর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরনো জেলখানাই আজ রূপ নিয়েছে পুলিশ স্টেশনে। ফলে এখানে দাঁড়ালে মনে হয়—প্রশাসন ও ইতিহাস যেন পাশাপাশি নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

লোকমুখে শোনা যায়, ফরাসি অফিসাররা কাজ শেষে প্রোমেনাডে হেঁটে বেরোতেন, নদীর হাওয়া খেতেন, আর দূর থেকে ঘণ্টাধ্বনি শুনে সময়ের হিসেব মিলিয়ে নিতেন। আজও শহরের মানুষ যখন সন্ধেবেলা স্ট্র্যান্ডে আড্ডা দিতে আসেন বা নদীর ধারে হাঁটতে হাঁটতে সেই টাওয়ারের দিকে তাকান, তখন মনে হয়—সময় যেন এই শহরে সত্যিই এক দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি হয়ে আছে।চন্দননগরের ইতিহাসে ফরাসিদের ভূমিকা তো অনস্বীকার্যই। ১৬৭৩ সালে ফরাসিরা এখানে ট্রেডিং পোস্ট গড়ে তোলে, আর ধীরে ধীরে শহরের রাস্তাঘাট, স্থাপত্য আর সংস্কৃতিতে গেঁথে যায় তাদের ছাপ। ঘড়িঘর সেই ফরাসি ঐতিহ্যেরই এক স্থায়ী প্রতীক। তার সরল অথচ মার্জিত গঠন, উপরে বসানো ঘড়ির যান্ত্রিক সৌন্দর্য—সব মিলিয়ে এটি যেন শহরের স্মৃতি-ভাণ্ডারের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসগুলির একটি।

তবে সময়ের আঘাতও কম আসেনি। পুরনো কাঠামোতে আজ জীর্ণতার ছাপ পড়েছে, মাঝে মাঝে রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়। তবু এর জনপ্রিয়তা বা ঐতিহাসিক মূল্য একটুও কমেনি। পর্যটকদের কাছে এটি এখনো অন্যতম আকর্ষণ, আর স্থানীয়দের কাছে এটি কেবল একটি টাওয়ার নয়—বরং শহরের হৃদস্পন্দনেbর মতো। চন্দননগরের ঘড়িঘর তাই কেবল ইট-সিমেন্টের একটি স্থাপনা নয়। এটি সময়ের সঙ্গীত, ফরাসি অতীতের দলিল আর শহরের মানুষের আবেগের প্রতীক। ঘণ্টাধ্বনি শুনলেই বোঝা যায়—সময় এগিয়ে যায় বটে, কিন্তু ইতিহাস ঠিক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে।

The crucified Jesus stand witness to countless tombs. Picture by Sougata Jana

Where mythology meets modern cinema

Anupriya Chakraborty

For the past six weeks, Mahavatar Narsimha by Hombale Films has been creating an aura of devotion in theatres—and it's still running strong. This is an epic animated Indian film that narrates the story of Narsimha, the avatar of the Hindu Lord Vishnu. Mythological films have been a long part of Indian Films, and 3D films are also not new.

Mahavatar Narsimha brought a breath of freshness for the Indian audience, blending mythology with a high-scale 3D animation, which is relatively rare. The groundbreaking decision was probably to release the movie in multiple languages, which led the divinity to spread among a large audience around the world.

The story is about the demon brothers, Hiranyaksha and Hiranyakashipu, born to Diti, the wife of a sage Kashyapa. They were born as demons when Diti sought union with Kashyapa at an inauspicious hour; she ignored the warning from her husband, Kashyapa. Trained by demon guru Sukracharya, these brothers challenged the cosmic order and Lord Vishnu. Hiranyaksha was killed by Lord Vishnu's Varaha Avatar. Hiranyakashipu sought a powerful boon from Lord Brahma to become nearly immortal. Here comes the twist: he was blessed with a son, Prahlad, who was a blind devotee of Lord Vishnu. Hiranyakashipu tried to kill his son Prahlad in every way possible, but he was protected by Lord Vishnu. Hiranyakashipu's attempts to kill Prahlad led to the emergence of one of the strongest and most fearsome incarnations of Vishnu, Mahavatar Narsimha, half man and half lion, who eventually killed Hiranyakashipu and brought relief to the common people.

This film, directed by Ashwin Kumar, is the first part of the planned movies of the Mahavatar Cinematic Universe, based on the stories of the ten avatars of Lord Vishnu. These mythological stories are well known to the Hindu people, and those who have knowledge about Hindu Mythology. But watching these stories as animated 3D Films with grand visuals and an excellent experience of the cinematic world connected to the roots of Hindu mythology is a true delight for the audience. Mahavatar Narsimha breaks the record by proving that a huge budget is not the only thing required to create a groundbreaking movie. The making budget of the film was about 4 Crs, but it reached the Box Office collection of 317 Crs. A movie that has no live characters, not humans included for acting, just animated characters created technically with back-breaking hard work and immense devotion, that is still flashing into the eyes of the audience in the theatres. The delight, devout faith, and emotion that the audiences are experiencing are very clearly visible through the reactions we are getting to see.

Hopefully, every movie of the Mahavatar Cinematic Universe is going to be a pioneering way of relating to the divinity of the Mythological tales every Indian kid used to hear in their childhood.

Poster of *Mahavatar Narsimha*